



ব্যাংক জব

প্রস্তুতির

সাধারণ জ্ঞান স্পেশাল ক্লাসে

your success benchmark

স্বাগত



মো: সাজ্জাদ হোসাইন

সিনিয়র শিক্ষক

সাধারণ জ্ঞান

বিদ্যাবাড়ি

Riddabari
your success benchmark

বিষয়

বাংলাদেশ বিষয়াবলি



লেকচার-৩

- ☑ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা/অর্থনীতি
- ☑ মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং খাত, অন্যান্য নন-ব্যাংকিং আর্থিক ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানাদি
- ☑ শিল্প ও বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প

আলোচনার বিষয়

- ☑ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও চলমান সরকারের সাফল্য
- ☑ অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ক শব্দ সংক্ষেপ
- ☑ সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও সর্বশেষ বাজেট

বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা/অর্থনীতি



উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাজ করে- ৪ ধরনের।

যথা:

১. পরিকল্পনা কমিশন
২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)
৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
৪. পরিকল্পনা উইং/মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম 'এইড কনসোর্টিয়াম' নামে পরিচিত।

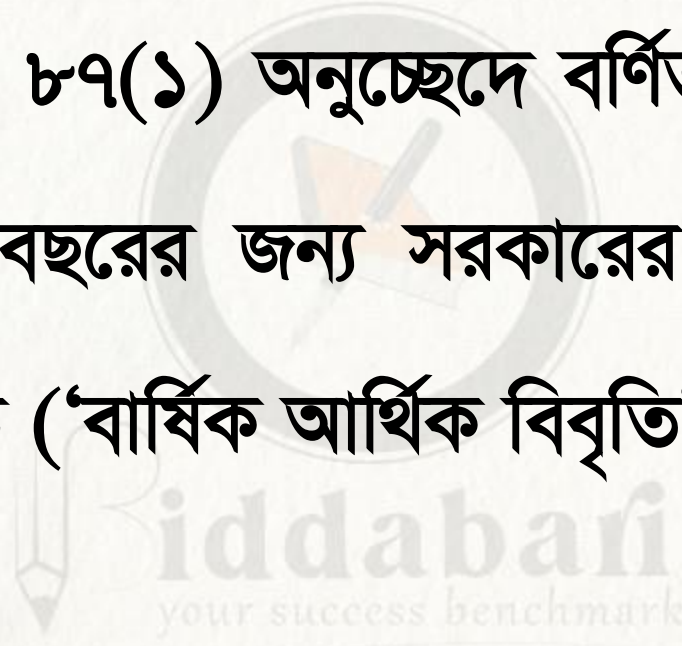
১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল বাংলাদেশ এইড গ্রুপ।

১৯৯৭ সালে এর নামকরণ করা হয় প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ

(PCG)। এ সংস্থার সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংক। এর সদস্য ২০টি।

জাতীয় আয়-ব্যয়

বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে- প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি ('বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হবে।



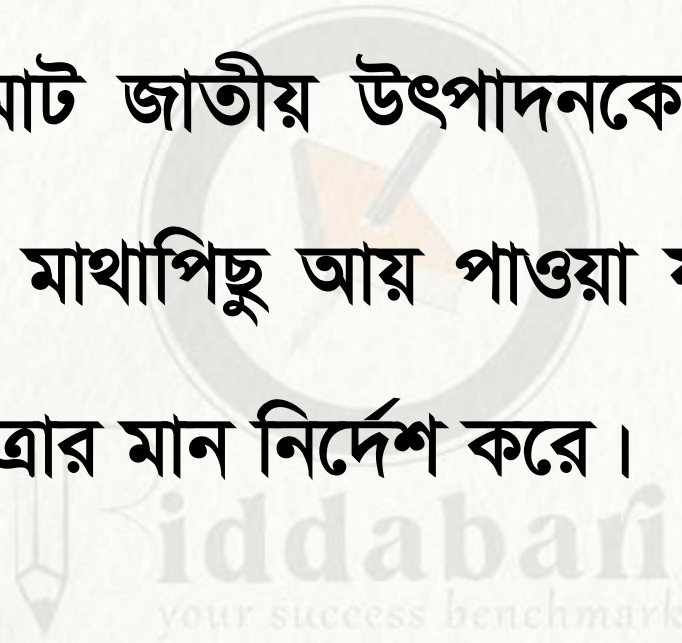
জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি- ৩টি

১. উৎপাদন পদ্ধতি ২. আয় পদ্ধতি ও ৩. ব্যয় পদ্ধতি

- ◆ GDP- এর পূর্ণরূপ- **Gross Domestic Product**
- ◆ GNP- এর পূর্ণরূপ- **Gross National Product**
- ◆ GDP ও GNP একই হয়- যখন আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি

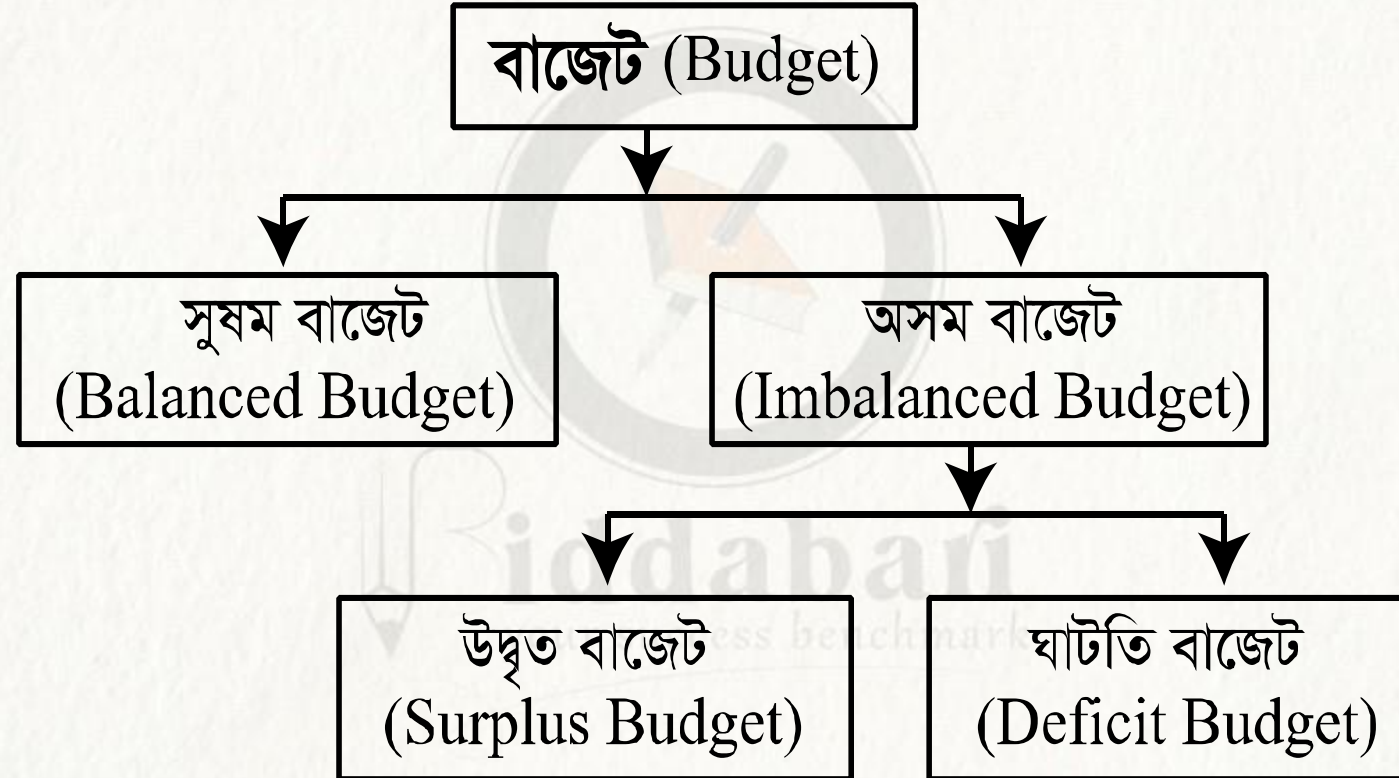
আয় পরস্পর সমান হয়

মাথাপিছু আয় : মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এটি একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে।



- বাংলাদেশের অর্থনীতি – **মিশ্র** ।
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় – **১৯৯১ সালে** ।
- বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় – **১ জুলাই, ২০১৫** ।
- নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় –
বিশ্বব্যাংক ।
- **NNP – Net National Product**

বাজেট সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য



বাজেট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	লর্ড ক্যানিং (১৮৬১ সালে)
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	তাজউদ্দিন আহমদ
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা	৩০ জুন, ১৯৭২সালে
সবচেয়ে বেশী বাজেট ঘোষণা করেন	সাইফুর রহমান (১২টি)
এদেশে বাজেটের প্রকৃতি/ধরণ	ঘাটতি বাজেট
PPP-এর পূর্ণরূপ: Public Private Partnership/ Purchasing Power Parity.	

একনজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট

- বাজেট: ৫১তম
- বাজেট ঘোষণা: ৯ জুন ২০২২
- বাজেট ঘোষক: আ.হ.ম মোস্তফা কামাল
- বাজেট কার্যকর: ৯ জুলাই ২০২২ থেকে
- মোট বাজেট: ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২%)

- সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ): ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা
(জিডিপি'র ৯.৭%)।
- রাজস্ব আয়: ৩৩০০.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ১২.৯৫%;
বাজেটের ৭১.৯৫%)
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP): ২,৪৬,০৬৪ কোটি টাকা।

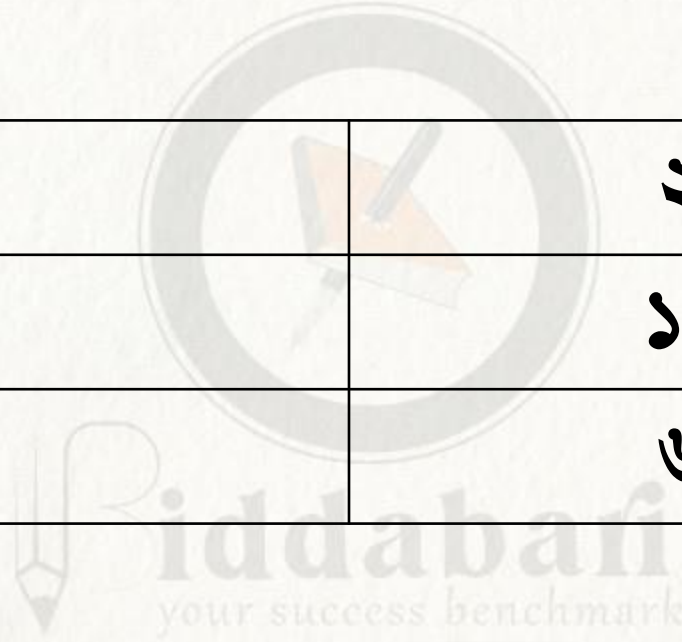
- সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ): ২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা
(জিডিপি'র ৫.৫%)
- মোট জিডিপি: ৪৪,৪৯,৫৯৫ কোটি টাকা।
- অনুমিত বিষয়: জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ৭.৫%
- মূল্যস্ফীতি: ৫.৬%।
- সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে- ১৬.৪%

জিডিপির খাতসমূহের অবদান (২০২১-২২)

কৃষি	১১.৫০%
শিল্প	৩৭.০৭%
সেবা	৫১.৪৪%

খাতভিত্তিক জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার(২০২১-২২)

কৃষি	২.২০%
শিল্প	১০.৪৪%
সেবা	৬.৩১%



মোট শ্রম শক্তির শতকরা হার

কৃষি	৪০.৬%
শিল্প	২০.৪%
সেবা	৩৯%

দারিদ্রের হার (%) ২০১৮-১৯

দারিদ্রের হার	২০.৫%
চরম দারিদ্রের হার	১০.৫%

২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের অন্যান্য দিক

ব্যক্তি শ্রেণির করমুক্ত আয়ের সীমা:

করদাতা	টাকা
সাধারণ করদাতা	৩,০০,০০০
মহিলা, ৬৫+ ও তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা	৩,৫০,০০০
প্রতিবন্ধী' ব্যক্তি করদাতা	৪,৫০,০০০
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪,৭৫,০০০

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়

- বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে মূলত- মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় এসেছে- সৌদি আরব থেকে
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রবাসী আয় বেশি এসেছে- যুক্তরাষ্ট্র থেকে
- বিশ্ব ব্যাংকের নোমাদের ২০২২ সালে প্রতিবেদন অনুসারে প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশ- ৭ম

অর্থবছর	প্রবাসী আয়
২০২১-২২	২১.০৩ বি. ডলার
২০২২-২৩	১৪.৯৩ বি. ডলার

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

পুঁজিবাজার (Capital Market)

- পুঁজিবাজার- বিনিয়োগের জন্য যে বাজারের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়, তাকে পুঁজিবাজার বলে
- শেয়ার- কোম্পানীর মালিকানার ক্ষুদ্র অংশ
- শেয়ার বাজার- যে বাজারে সিকিউরিটিজ (সেকেন্ডারি শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড, ট্রেজারি ফান্ড) কেনাবেচা হয়, তাকে শেয়ার বাজার বলে।

- 'সেকেন্ডারি বাজার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়- শেয়ার বাজারে
- বাংলাদেশে শেয়ার বাজার- ২টি যথা:
 - ক. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ
 - খ. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
- মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে- বাংলাদেশ ব্যাংক

- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
- **BSEC- Bangladesh Securities and Exchange Commission**
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ৮ জুন ১৯৯৩ সাল

বাংলাদেশ ব্যাংক

এক নজরে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রতিষ্ঠা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পূর্বনাম	State Bank of Pakistan
সদরদপ্তর	মতিঝিল, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি	গভর্নর
গভর্নরের পদের মেয়াদ	৪ বছর

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর	আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর	আ.ন.ম হামিদুল্লাহ
বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা	১০টি। যথা: ১. ঢাকার মতিঝিল ২. ঢাকার সদরঘাট ৩. সিলেট ৪. চট্টগ্রাম ৫. রাজশাহী ৬. রংপুর ৭. বগুড়া ৮. খুলনা ৯. বরিশাল ১০. ময়মনসিংহ

বাংলাদেশে IMF এর কার্যালয়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫ম তলায়
বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি	শফিউল কাদের
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য	৮ জন
বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার	৫%

তফসিলি ব্যাংক

যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে তফসিলি ব্যাংক বলে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক আছে।

তফসিলি ব্যাংক চার ধরনের-

ক. সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৬টি

খ. সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক = ০৩টি

গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক = ৪৩টি

ঘ. বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৯টি

তালিকাভুক্ত ব্যাংক ৬১টি (৬+৩+৪৩+৯)

- **৬১তম** তালিকাভুক্ত ব্যাংক সিটিজেনস ব্যাংক
- অতালিকাভুক্ত/তফসিল বহির্ভূত ব্যাংক **৫টি**। যথা-
 - ক. আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক
 - খ. কর্মসংস্থান ব্যাংক
 - গ. গ্রামীণ ব্যাংক
 - ঘ. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
 - ঙ. যুবিলি (Jubilee) ব্যাংক
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক বহির্ভূত)- **৩৫টি**

বিশেষায়িত ব্যাংক :

ক্র.নং	ব্যাংকের নাম
১.	বাংলাদেশি কৃষি ব্যাংক
২.	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
৩.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
৪.	কর্মসংস্থান ব্যাংক
৫.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
৬.	বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং

প্রবাসী আয় ২০২১-২২

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আয় করেছে সৌদি আরব থেকে ৩১০৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে (২২০৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আয় করেছে যুক্তরাজ্য থেকে।

জনশক্তি রপ্তানি (২০২২)

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি করেছে সৌদি আরবে
(১,২৭,১৮৭ জন) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনশক্তি রপ্তানি করেছে
সংযুক্ত আরব আমিরাত (২৮,৪৭০ জন)।

your success benchmark

ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା- ୨୦୨୨

†gvU RbmsLˆv	16 †KvwU 91 jÿ ev 169.11 w gwjqb
RbmsLˆvi e,,wxi nvi	1.37%
RbmsLˆvi NbZi/ eM© wK‡jvwgUvi	1140
cyiael-gwnjv AbycvZ	100.2 : 100
ˆ',j Rb¥nvi (cÖwZ 1000 Rb)	18.1 Rb
ˆ',j g,,Zzˆnvi (cÖwZ 1000 Rb)	5.1 Rb
wkï g,,Zzˆnvi (GK eQ‡ii Kgeqwm cÖwZ nvRvi g,,Z R‡b¥)	21 Rb

প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৮ বছর (পুরুষ- ৭১.২ বছর বা মহিলা ৭৪.৫ বছর)
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ : ১৭২৪
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.৩%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী	৮১.৫%
সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	৭৫.২% (পুরুষ- ৭৭.৪% ও মহিলা ৭২.৯%)
দারিদ্র্যের হার	২০.৫%
চরম/ অতি/ হত দারিদ্র্যের হার-	১০.৫
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৭.২৫%

মাথাপিছু জাতীয় আয়-	২৮২৪ মা. ডলার
মূল্যস্ফীতি	৫.৮৩%
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	৪৪,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
মোট শ্রমশক্তি (১৫+)	৬.৩৫ কোটি
খাত অনুযায়ী শ্রমশক্তিতে নিয়োজিত-	কৃষি: ৪০.৬%, শিল্প: ২০.৪% ও সেবা: ৩৯%
মুজিববর্ষে জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে-	১০০%
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	২৮টি

ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ অনুযায়ী GDP'তে ২০২১-২২ অর্থবছরে খাতসমূহ
অবদান সমায়কি খাতের নাম-

১. কৃষি, বনজ ও মৎস্য
২. খনিজ ও খনন
৩. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)
৪. বিদ্যুৎ ও গ্যাস
৫. পানি সম্পদ, নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৬. নির্মাণ

৭. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন মেরামত

৮. পরিবহন ও সংরক্ষণ

৯. বাসস্থান ও খাদ্য সেবা কার্যক্রম

১০. তথ্য ও যোগাযোগ

১১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা

১২. রিয়েল এস্টেট সেবা

১৩. পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেবা
১৪. প্রশাসনিক ও সহযোগী সেবা কার্যক্রম
১৫. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা
১৬. শিক্ষা
১৭. জনস্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সেবা
১৮. শিল্প, খেলাধুলা ও বিনোদন
১৯. অন্যান্য সেবা

খাত ভিত্তিক অর্থনীতির কিছু আলোচনা:

- ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছরে জিডিপি গণনার মোট খাত- ১৯টি
- ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরে জিডিপি গণনার খাত ছিল- ১৫টি
- জিডিপি গণনায় প্রধান খাত- ৩টি [কৃষি, শিল্প ও সেবা]
- ১৯টি খাতের বিভাজন হলো- কৃষিতে ১টি, শিল্পে ৫টি এবং সেবায় ১৩টি।
- জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান- সেবা খাতের [২য়- সেবা এবং ৩য়- কৃষি]
- জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বেশি অবদান- শিল্পের [২য়- সেবা, ৩য়- কৃষি]
- এককক খাত হিসেবে জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের।
- একক খাত হিসেবে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বেশি অবদান- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের।

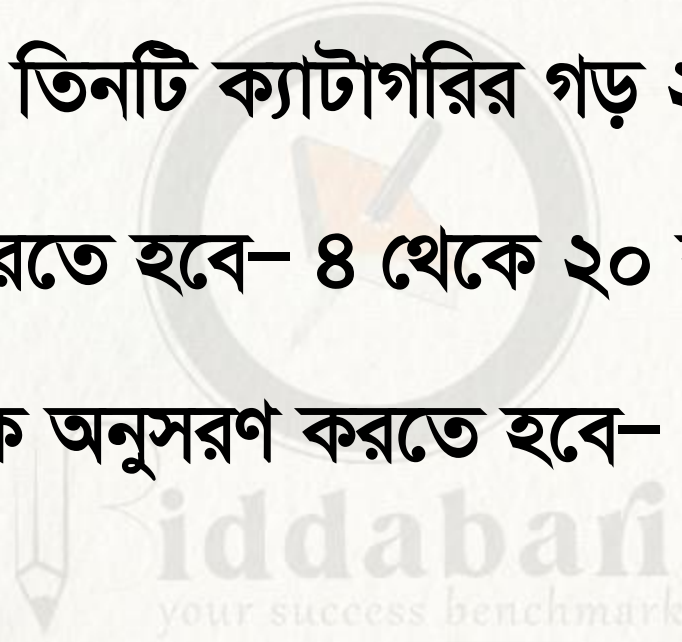
বাংলাদেশ ও আইএমএফ ঋণ-

- মোট ঋণ দিবে- ৪৭০ কোটি ডলার বা ৩.৪৬ বিলিয়ন এসডিআর
[১ এসডিআর = ১.৩০৯ ডলার]
- ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন- ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩
- মোট কিস্তি- ৭টি [৩৬ মাস ব্যাপী]
- প্রথম কিস্তি- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ [৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০৯ হাজার ডলার]

- দ্বিতীয় কিস্তি- ডিসেম্বর, ২০২৩
- শেষ কিস্তি- ডিসেম্বর, ২০২৬ [৭০ কোটি ৪০ লাখ ডলার]
- ঋণ গ্রহণের ফরে পূরণ হচ্ছে- রিজার্ভ সংকট
- ২০২৩ সালের ঋণটি ১৩তম
- ঋণের ক্যাটাগরি- ৩টি

ঋণের ক্যাটাগরি	ঋণের পরিমাণ	ঋণদানের উদ্দেশ্য
এক্সটেনডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ECF)	১ বিলিয়ন ডলারের বেশি	বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে সুদবিহীন ঋণ
এক্সটেনডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি (EFF)	২. ১৫ বিলিয়ন ডলার	দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো দূর করতে এসডিআর + ১% সুদ
রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাসিটিলি (RSF)	১.৩ বিলিয়ন ডলার	জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা দুর্যোগ মোকাবেলা

- সুদের হার- তিনটি ক্যাটাগরির গড় ২.৩৫%
- পরিশোধ করতে হবে- ৪ থেকে ২০ বছরে
- বাংলাদেশকে অনুসরণ করতে হবে- ৩০টি শর্ত।



➤ উল্লেখযোগ্য শর্ত:

১. হিসাব খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশের নিচে রাখতে হবে [বাংলাদেশের প্রায় ১৮%]
২. ট্যাক্স জিডিপি রেসিও ২০২৬ সালে ৯.৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭% করতে হবে। [২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল- ৭.৮%]
৩. খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠন
৪. ব্যাংকের মূলধন ব্যাসেল-৩ অনুযায়ী পূরণ
৫. গ্রুপ নয় রিজার্ভের নিট হিসাব করা [ঋণ বাদ দেয়া]

- জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ওঠানামা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (রিজার্ভ)

উৎস	রিজার্ভের পরিমাণ
নভেম্বর, ২০২২	৩৪.৩ বিলিয়ন ডলার
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৩২.৬০ বিলিয়ন ডলার

- দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাংক রিজার্ভে বাংলাদেশের অবস্থান- ২য় (প্রথম ভারত)
- রিজার্ভ জমা থাকে- বাংলাদেশ ব্যাংক
- রিজার্ভ থেকে প্রথম ঋণ- বাংলাদেশ অবকাঠামোগত উন্নয়ন তহবিল (বিআইডএফ) গঠনে ৫৫০০ কোটি টাকা (২০২১)
- বিআইডিএফ থেকে ব্যয় হবে- পায়রা বন্দরের জন্য রামনাবাদ চ্যানেল খননে
- প্রথম বৈদেশি ঋণ দেয়া হয়- শ্রীলংকাকে [২৫ কোটি ডলারের 'কারেন্সি সোয়াপ' প্রদান]

- কারেন্সি সোয়াপ- যেসব দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কম তারা বিপদে পড়লে অন্য দেশ থেকে তাদের টাকা তাদের ব্যাংকে সঞ্চিতে রাখার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসে আর এ প্রক্রিয়াকে **কারেন্সি সোয়াপ** বলে।
- সুদানকে ঋণমুক্তির জন্য বাংলাদেশ অনুদান দিয়েছে- **৬৫ কোটি টাকা**
- শ্রীলংকাকে কারেন্সি সোয়াপের ২৫ কোটি ডলার ঋণ দেয়- **বাংলাদেশ**
- রিজার্ভের বৃহৎ অংশ ব্যয় হয়েছে- **টাকা ক্রমে।**

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

অর্থবছর	বরাদ্দ	কর্মসূচি
২০২২-২৩	১,১৩,৫৭৬ কোটি টাকা	১১৫টি

Riddabari
your success benchmark

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	কার্যক্রম শুরু: ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছর থেকে ভাতা পায়: ৬০০ টাকা [অর্থবছরের শুরুতে ৫০০ টাকা]
‘বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা’ কর্মসূচি	কার্যক্রম শুরু: ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছর থেকে
দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা	কার্যক্রম শুরু: ২০-৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে বর্তমান মাসিক ভাতা: ৮০০ টাকা
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	কার্যক্রম শুরু: ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রদান: মাসিক ৩০০ টাকা বর্তমানে প্রদান: মাসিক ২০ হাজার টাকা
খাদ্য সাহায্যে কর্মসূচি	OMS কর্মসূচি, কাবিখা, এবং কাবিটা কর্মসূচি VGF কর্মসূচি, TR কর্মসূচি, GR কর্মসূচি
আশ্রয়ণ প্রকল্প	কার্যক্রম শুরু: ১৯৯৭ সালে
আশ্রয়ণ প্রকল্প-২	কার্যক্রম: ২০১০-২০২২ [২ শতক জমিতে ২ কন্স্ট্রাক্টর ঘর প্রদান কর্মসূচি]

ক্রিপ্টোকারেন্সি/ ডিজিটাল মুদ্রা

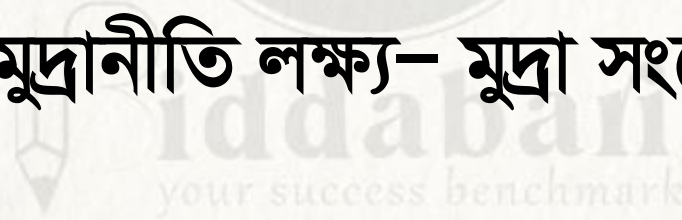
বিটকয়েন	জনপ্রিয় ইলেকট্রনিক মুদ্রা (সূচনা- ২০০৯ সালে) উদ্ভাবক: সাতোশি বিটকয়েন (জাপান)
সেড ডলার	বাহামা দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে
ই-সিএনওয়াই	উদ্ভাবক: চীন (চীনের ২৮ শহরে চালু)
লিভ্রা	ফেসবুকের মুদ্রা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরের বয়স বৃদ্ধি

- বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরের অবসর বয়স- ৬৭ বছর
- বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের মেয়াদকাল- ৪ বছর (পূর্ণনিয়োগ করা যাবে)
- বর্তমানে ১২তম গভর্নর: আব্দুর রউফ তালুকদার

জাতীয় মুদ্রানীতি: ২০২১-২২

- ঘোষণা করে: বাংলাদেশ ব্যাংক
- ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে মুদ্রানীতি হয় বছরে- ২ বার
- ২০২৩ সালের মুদ্রানীতি লক্ষ্য- মুদ্রা সংকোচন



ক্যাসলেস ইকোনমির জন্য ‘বিনিময় সেবা’

- পরিচয়: ডিজিটাল লেনদেনের প্ল্যাফর্ম
- কাজ করবে: ৮টি ব্যাংক+ ৩টি মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিস + টালি পে নামের পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি)
- চালু হয়: ১৩ নভেম্বর, ২০২৩
- চালু করে: বাংলাদেশ ব্যাংক
- সার্বিক তত্ত্বাবধানে: আইসিটি মন্ত্রণালয়
- বিশেষত্ব: ক্যাসলেস সোসাইটি বাস্তবায়ন
- ক্যাসলেস সোসাইটি: ব্যাকনোট ছাড়া লেনদেন।

নতুন মোবাইল আর্থিক সেবা “নগদ”

- নগদ আর্থিক সেবাটি চালু করেছে: বাংলাদেশ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- সেবাটির অনুমোদন দেয়: বাংলাদেশ ব্যাংক
- কার্যক্রমটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু: ২৬ মার্চ, ২০১৯

এজেন্ট ব্যাংকিং

- এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু: ২০১৪ সালে [শাখার বিকল্প হিসেবে কাজ করে]
- প্রথম এজেন্ট চালু করে: ব্যাংক এশিয়া
- রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের মধ্যে প্রথম চালু করে: অগ্রণী ব্যাংক
- প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু হয়: মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে

মোবাইল ব্যাংকিং (MFS)

- **MFS: Mobile Financial Service**
- মোবাইল ব্যাংকিংকে বলা হয় P2P (Person to Person) সেবা
- বাংলাদেশ ব্যাংক চালু করে- ২০১০ সালে
- বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে- ২০১১ সালে
- দেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে- ডাচ বাংলা ব্যাংক (২০১১)
- মোবাইল ফোনে রেমিট্যান্স চালু করে- বিকাশ
- সবচেয়ে বেশি লেনদেন করে- বিকাশ [দ্বিতীয় রকেট]

➤ **মোবাইল ব্যাংকিংসমূহ:** বিকাশ-ব্রাক ব্যাংক (২০১২), রকেট- ডাচ বাংলা, এম ক্যাশ- ইসলামী ব্যাংক, শিউর ক্যাশ- রূপালী ব্যাংক, উপায়- ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক, মাই ক্যাশ- মার্কেটাইল ব্যাংক, ইসলামি ওয়ালেট- আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক।

➤ **দৈনিক লেনদেন হয়:** প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা [নগদের হিসেব ছাড়া]

➤ **মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালায়:** ১৫ কোটি ব্যাংক ও ডাক বিভাগ।

কার্যক্রম	প্রথম চালুকாரী ব্যাংক	কার্যক্রম	প্রথম চালুকারী ব্যাংক
মোবাইল ব্যাংকিং	ডাব বাংলা (২০১১)	রেডিক্যাশ কার্ড	জনতা ব্যাংক
শিউর ক্যাশ স্কুল ব্যাংকিং	রূপালী ব্যাংক	এজেন্ট ব্যাংকিং	ব্যাংক এশিয়া [২০১৪]
এটিএম কার্ড	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	নগদ	ডাক বিভাগ
ক্রেডিট কার্ড	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	পেপাল	সোনালী ব্যাংক
বিকাশ	ব্র্যাক ব্যাংক	এম ওয়ালেট	ইসলামী ব্যাংক

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

- ❖ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ: জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫
- ❖ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুমোদন হয়েছে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ (একনেকের সভায়)
- ❖ প্রস্তাবিত স্লোগান: সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে
- ❖ বাস্তবায়ন হবে- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে
- ❖ সূচক- ১০৪টি
- ❖ প্রদান কাজ: ২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন

❖ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থিরলক্ষ্য: রূপকল্প ২০৪১

❖ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য স্থিরকৃত পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা

সিরিজ: ৪টি (প্রথম: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)

❖ কেন্দ্রীভূত: ৬টি মূল বিষয়ের উপর

❖ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলে রয়েছে: ৭টি

বাস্তবায়নে ব্যয়

- ❖ মোট ব্যয়: ৬৪,৯৫,৯৮০ কোট টাকা
কর্মসংস্থান
- ❖ মোট কর্মসংস্থান: ১ কোটি ১৩ লাখ
- ❖ প্রত্যাশিত গড় আয়ু: ৭৪ বছর
- ❖ মাথাপিছু গড় আয়ু: ৩১০৬ মার্কিন ডলার
- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদন: ৩০,০০০ মেগাওয়াট

বার্ষিক গড় জিডিপি ও মুদ্রাস্ফীতি

- ❖ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৫১% (২০২৫ সাল)
- ❖ গড় প্রবৃদ্ধি হার: ৮%
দারিদ্রের লক্ষ্য
- ❖ দারিদ্রের হার: ১৫.৬% (২০২৫)
- ❖ চরম দারিদ্রের হার: ৭.৪%

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: ২০২১-২০৪১

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)

- ❖ বাস্তবায়নের মেয়াদকাল: ২০ বছর
- ❖ পরিকল্পনা গ্রহণ করে: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
- ❖ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হবে: ৪টি
- ❖ ঘোষিত প্রতিষ্ঠানিক স্তর: ৪টি। যথাক্রমে- সুশাসন, গণতন্ত্রায়ণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❖ প্রধান লক্ষ্য: ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ
- ❖ চ্যালেঞ্জ: ১৫টি
- ❖ বাস্তবায়ন শুরু: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসমূহ:

- ভিত্তি বছর: ২০২০
- গ্রামেই শহরে বাস করার পরিবেশ পাবে- ৮০%
- মাথাপিছু আয় হবে: ১২,৫০০ মার্কিন ডলার
- জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে- ৯.৯ শতাংশ
- ২০২০-২০৪১ পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধি হবে- ৯.০২%
- মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে- ৮০ বছর (প্রায়)

- শিশু মৃত্যুর হার হবে- প্রতি হাজারে ৪ জন
- মূল্যস্ফীতি হবে- ৪.৫%
- রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হবে- ১১%
- আমদানি প্রবৃদ্ধি হার- ১০%
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হবে- ১.০৩%
- বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি: ৪৬.৮৮%

- প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা **FDI** হবে ৩% যা বর্তমানে ১%
- ২০৩১ সালে দারিদ্র্যের হার হবে- ৭% এবং ২০৪১ সালে হবে- ৫%
- চরম দারিদ্র্যের হার হবে- ০.৬৮%
- বর্তমানে চরম দারিদ্র্যের হার : ৯.৩৮% এবং ২০৩১ সালে হবে: ২.৫৫%
- দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশ নামলে তাকে নির্মূল বলা হয়।

দেশের প্রথম শরিয়াহ “সুকুক বন্ড”

- বন্ডটি পরিচিতি: “সুকুক” নামে (সুকুক আরবি শব্দ, মেয়াদ: ৫ বছর)
- চালু করে: বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ বিভাগ

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ১ ট্রিলিয়ন ডলারের:

বছর	আকার (বি. ডলার)
২০২১	৯৬৬
২০২২	১০৬১
২০২৬	১৫২২

কারেন্সি সোয়াপ	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের আন্তর্জাতিক পদ্ধতির নাম- কারেন্সি সোয়াপ
মসি-ওয়া- তুনয়ার	জিম্বাবুয়েতে চালুকৃত স্বর্ণমুদ্রার নাম। (চালু-২৫ জুলাই, ২০২২) স্বর্ণমুদ্রার নামকরণ করা হয়- ভিক্টোরিয়া ফলস রপ্তপাতের নামে। ভিক্টোরিয়া ফলস জলপ্রপাতের স্থানীয় নাম: মসি-ওয়া-তুনয়ার এই স্বর্ণমুদ্রায় মুদ্রা থাকবে- ১ ট্রয় আউন্স (৩১ গ্রামের বেশি)

your success benchmark

মুদ্রাব্যবস্থা



মুদ্রা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম	মুদ্রা
মুদ্রা তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ	ধাতব ও কাগজ
আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড	BDT
উপমহাদেশে প্রথম কাগজে মুদ্রা চালু করে	লর্ড ক্যানিং, ১৯৫৭ সালে

বাংলাদেশে প্রথম কাগজের নোট চালু হয়	৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে
বাংলাদেশের প্রথম কাগজের নোট	১ ও ১০০ টাকার নোট
মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হার চালু হয়	১ জুন, ২০০৩ সালে
১ টাকার মুদ্রার স্লোগান	পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য

সরকারি নোট

সরকারি নোটের মালিকানা	বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের
এতে স্বাক্ষর থাকে	অর্থ সচিবের
বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি নোট	তিনটি। যথা: এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট সরকারি নোট।

ব্যাংক নোট

ব্যাংক নোটের মালিকানা	বাংলাদেশ ব্যাংকের
এতে স্বাক্ষর থাকে	বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের
বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক নোট	ছয়টি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেস	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি.
অবস্থান	গাজীপুর
প্রতিষ্ঠা লাভ	১৯৮৮ সালে
এখান থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়	১০ টাকার নোট
টাকা ছাপানোর কাগজ আমদানি করা হয়	সুইজারল্যান্ড থেকে

বীমা ব্যবস্থাপনা

বীমা হলো অর্থের বিনিময়ে জীবন, সম্পদ বা মালামালের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির
ন্যায় সঙ্গত ও নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্থানান্তর। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বা বীমা প্রতিষ্ঠান অর্থের
বিনিময়ে মক্কেলের আংশিক বা সমস্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণ করে। ইতিহাস থেকে
জানা যায় ১১৮২ সালে ফ্রান্স হতে বিতাড়িত ইহুদি ব্যবসায়ীগণ ইতালিতে এসে
সর্বপ্রথম বীমা ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটান।

- বাংলাদেশের বীমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ- **খুদা বক্স**
- বর্তমানে দেশে বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে- **৭৮ টি**
- বাংলাদেশে সরকারি/রাষ্ট্রায়াত্ত বীমা প্রতিষ্ঠান- **দুটি**।

যথা: জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

your success benchmark

- বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন বীমা- ৩০টি (সাধারণ বীমা ৪৭টি)
- বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশী বীমা কোম্পানির নাম- মেটলাইফ ।
- বাংলাদেশে বীমাসংস্থাগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়- ১৯৭২ সালে ।
- বীমা কর্পোরেশন আইন পাস হয়- ১৯৭৩ সালে
- সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৪ মে ১৯৭৩ ।

❖ মূল্যস্ফীতি হিসাবে নতুন পদ্ধতি:

- জাতিসংঘ অনুমোদিত **The Classification of individual consumption by purpose, abbreviated as COICOP** অনুসারে মূল্যস্ফীতি গণনা করবে বিবিএস।
- **KBKc** পদ্ধতিতে এক ভোক্তার চাহিদা অনুসারে খরচের প্রবণতা ধরে মূল্যস্ফীতি হিসাব করা হয়।

❖ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন- ২০২৩:

- দেশের সব নাগরিককে পেনশনের আওতায় আনতে ‘সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন-২০২৩’ পাস হয়- ২৪ জানুয়ারি, ২০২৩
- পরীক্ষামূলকভাবে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু হবে- ১ জুলাই, ২০২৩
- আইন অনুসারে,
 - ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সব নাগরিকের নির্ধারিত হারে টাঁদা পরিশোধ করে ৬০ বছর পূর্তির পর আজীবন (৭৫ বছর পর্যন্ত) পেনশন সুবিধা ভোগ করার বিধান রাখা হয়েছে

স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১

❖ **ভিশন-২০২১** বা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে পর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১’

বাস্তবায়নের যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

❖ ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২’ উদযাপন উপলক্ষে

আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা

আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই

বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা

চলে যাব।’

জাতীয় মুদ্রানীতি: ২০২২-২৩

- ❖ ঘোষণা করে: বাংলাদেশ ব্যাংক
- ❖ ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়: ২০২২ সালের ৩০ জুন
- ❖ সংকোচনমূলক মুদ্রানীতিতে সুদের হারসমূহ:

ব্যাংক রেট	৪%
রেপো রেট	৬%
স্পেসিয়াল রেপো রেট	৯%
রিভার্স রেপো রেট	৪.২৫%

❖ স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ রূপকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে—

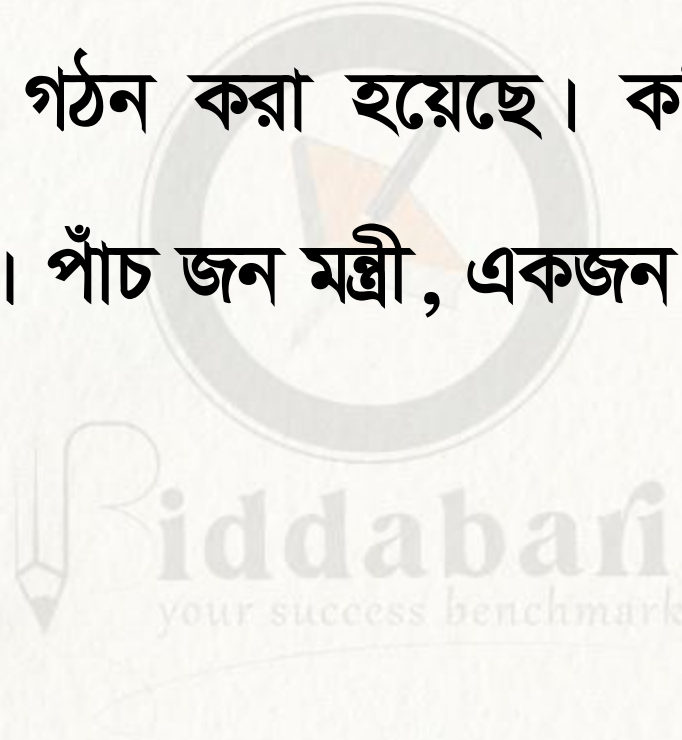
৪টি বিষয়ে। এগুলো হচ্ছে

- স্মার্ট সিটিজেন
- স্মার্ট ইকোনমি
- স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও
- স্মার্ট সোসাইটি



❖ ২০২২ সালের ২১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারপারসন হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাঁচ জন মন্ত্রী, একজন প্রতিমন্ত্রিসহ সদস্য রয়েছেন ৩০ হাজার।

❖ অ্যাকসন প্ল্যান- ১৪টি



বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য



বাংলাদেশের প্রধান শিল্প

(Main industry of Bangladesh)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী জি.ডি.পি. তে শিল্পখাতের অবদান হলো শতকরা ৩৭.০৭ ভাগ।

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি তথ্য

- ❖ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- তৈরি পোশাক থেকে
- ❖ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বৃহত্তম বাজার- যুক্তরাষ্ট্র
- ❖ একক দেশ হিসেবে বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে- ৪র্থ (২০২২)
- ❖ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয়- ইউরোপীয় ইউনিয়নে (জার্মানি)
- ❖ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- চীন থেকে

- ❖ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ঘাটতি সবচেয়ে বেশি- চীনের সাথে (দ্বিতীয়- ভারত)
- ❖ বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- যুক্তরাষ্ট্র থেকে
- ❖ বাংলাদেশ দেশ হিসেবে বেশি সাহায্য পায় জাপান থেকে
- ❖ ২০২৩ সালের বর্ষপণ্য- পাট ও পাটজাত পণ্য (২০২২-আইসিটি পণ্য)
- ❖ বাংলাদেশ বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে- ২৬৯টি।

রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ-২০২২ (বি.মা.ড)	আমদানিতে শীর্ষ দেশ-২০২২ (বি.মা.ড)
১ম- চীন (৩,৩৬৪) ২য়- যুক্তরাষ্ট্র (১,৭৫৪) ৩য়- জার্মানি (১,৬৩২)	১ম- যুক্তরাষ্ট্র (২,৯৩৫) ২য়- চীন (২,৬৮৯) ৩য়- জার্মানি (১,৪২০) বাংলাদেশের অবস্থান- ৪৬তম

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি চিত্র

- ❖ প্রকাশক: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB)
- ❖ পণ্য রপ্তানি আয়: প্রায় ৫২.০৮ বিলিয়ন ডলার
- ❖ রপ্তানি আয়ের মোট প্রবৃদ্ধিহার: ৩৪.৩৮%
- ❖ ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৭ বিলিয়ন ডলার।

পন্যের ক্রম	রপ্তানি আয় (২০২১-২০২২)	
প্রথম	তৈরি পোশাক	৪২.৬১ বিলিয়ন ডলার
দ্বিতীয়	হোম টেক্সটাইল	১৬২ কোটি ডলার
তৃতীয় (দ্বিতীয় খাত)	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১২৪ কোটি ৫২ লাখ ডলার
চতুর্থ (তৃতীয় খাত)	কৃষিজাত দ্রব্য	১১৬ কোটি ২২ লাখ ডলার
পঞ্চম (চতুর্থ খাত)	পাট ও পাটজাত পণ্য	১১২ কোটি ৭৬ লাখ ডলার

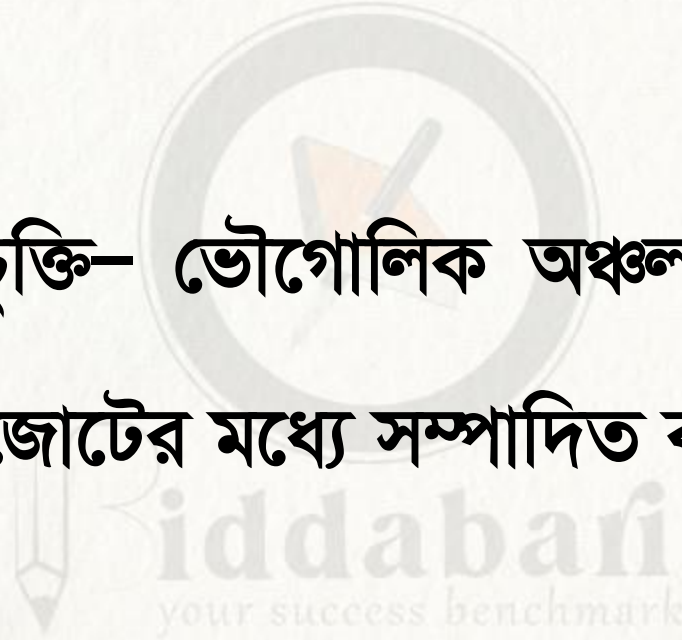
your success benchmark

১০ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি সহায়ক তহবিল

- ❖ রপ্তানি খাতের জন্য পর্যাপ্ত তরল্য নিশ্চিত করতে ১০ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি সহায়ক তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিলের নাম হবে ‘রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল’।
- ❖ ১ জানুয়ারি, ২০২৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ❖ গ্রাহক পর্যায়ে এ তহবিল থেকে দেওয়া ঋণের সুদ হার হবে ৪ শতাংশ।

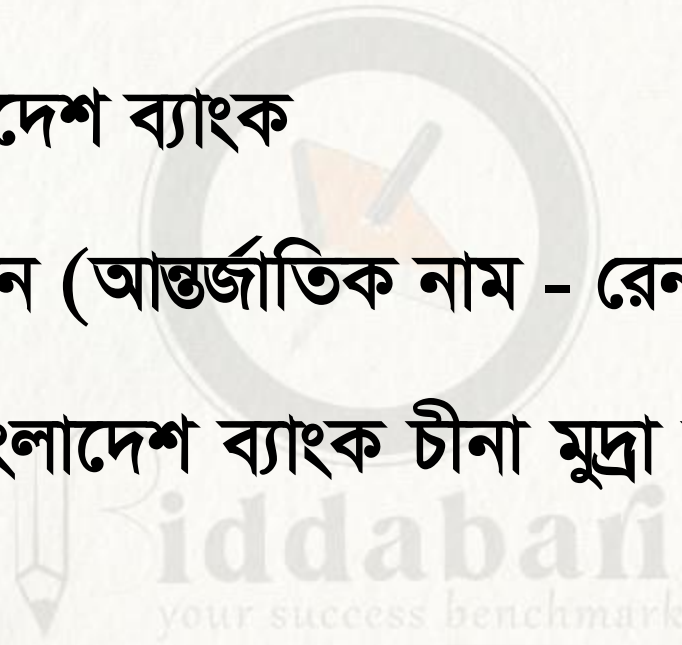
আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (RTA) নীতি, ২০২২

❖ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি— ভৌগোলিক অঞ্চল নির্বিশেষে একাধিক দেশ কিংবা বাণিজ্য জোটের মধ্যে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি



চীনা মুদ্রায় এলসি খোলার অনুমতি

- ❖ **অনুমোদন দেয়:** বাংলাদেশ ব্যাংক
- ❖ **চীনা মুদ্রার নাম:** ইউয়ান (আন্তর্জাতিক নাম - রেনমিনবি)
- ❖ **নোট:** ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক চীনা মুদ্রা ইউয়ানকে রূপান্তর যোগ্য মুদ্রা বলে ঘোষণা করেছিল।



❖ রেকর্ড বাণিজ্য ঘাটতি:

○ গত ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ৩৩ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার।

অর্থবছর	পণ্য রপ্তানি আয়	সেবা রপ্তানি আয়	আমদানি ব্যয়
২০২১-২৩	৫২.০৮ বিলিয়ন ডলার	৮ বিলিয়ন ডলার	৮২.৪৯ বিলিয়ন ডলার

পোশাক শিল্প (Apparel Industry)

- ❖ বাংলাদেশ সবেচেয় বেশি পোশাক রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্রে (২০২১-২২ অর্থবছরে ৯০১ কোটি ডলার)
- ❖ বাংলাদেশের পোশাকের দ্বিতীয় শীর্ষ বাজার- ইউরোপীয় ইউনিয়ন
- ❖ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ
- ❖ ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক সংখ্যা রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ [কিন্তু পোশাক রপ্তানি আয়ে- দ্বিতীয়]

- ❖ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ- **তৃতীয়**
- ❖ বাংলাদেশের পোশাক খাতে বিনিয়োগকারী শীর্ষ দেশ- **দক্ষিণ কোরিয়া ইয়াংওয়ান**
- ❖ বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির জন্য খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান- **সুইডেনের H & M**
- ❖ **WTO** অনুসারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ- **২য়**

your success benchmark

পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে শীর্ষ ৩টি দেশ

দেশ	রপ্তানি আয় (ডলার)
চীন	প্রথম
বাংলাদেশ	৩৫৮০ কোটি ডলার (২য়)
ভিয়েতনাম	৩১০৮ কোটি ডলার (৩য়)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

- ❖ দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল— বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর।
- ❖ আয়তন: ৩০,০০০ একর (জোন হবে— ৩০টি)
- ❖ অবস্থান: চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলা এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা
- ❖ কাজ শেষ হবে: ২০২৫ সালে
- ❖ প্রকল্পে অনুমোদন: ৪ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা।

কাগজ শিল্প

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাগজকল স্থাপন করা হয়- ১৯৫৩ সালে
- বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল- কর্ণফুলী কাগজ কল (প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৩)।
- বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি কাগজকল ও ৪টি হার্ডবোর্ড মিল চালু আছে।
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ কাগজের কল- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (৩০ নভেম্বর ২০০২ বন্ধ করা হয়)।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

- বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা অবস্থিত- **খুলনা, মংলা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে**
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা- **খুলনা শিপইয়ার্ড লি.**
- ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস অবস্থিত- **কেরানীগঞ্জ, ঢাকা**

- বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম- **স্টেলা মেরিস**
- বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে- **ডেনমার্ক**
- স্টেলা মেরিস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- **আনন্দ শিপইয়ার্ড**
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ডেনমার্ক জাহাজ রপ্তানী করে- **২০০৮ সালে**

চিনি শিল্প

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকল রয়েছে- **১৫টি**
- বাংলাদেশ চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট- **ঈশ্বরদী**
- **BSFIC** গঠন করা হয়- ১ জুলাই, ১৯৭৬
- **BSFIC** যে মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান- শিল্প মন্ত্রণালয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ট্যারিফ কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের অধীন- **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**
- ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. এর উৎপাদিত সারের নাম-
ইউরিয়া এবং এএসপি
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প - **তৈরি পোশাক**

- দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক স্থাপিত হচ্ছে- গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
- জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম- ইউরিয়া
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ে রেডিমেট গার্মেন্টসের অবদান- ২৪.৪৫% ।
- ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সার- ইউরিয়া
- বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ সার কারখানা- যমুনা সার কারখানা, তারাকান্দি
- বাংলাদেশে ইউরিয়া সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়- প্রাকৃতিক গ্যাস

রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড)

- **EPZ -এর পূর্ণরূপ Export Processing Zone**
- **BEPZA -এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Export Processing Zone Authority**
- **BEPZA আইন পাশ হয়- ১৯৮০ সালে**
- **বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA)- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন**

- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (**BEPZA**) আইন পাস হয়- ১৯৮০ সালে
- বেপজা গভর্নর বোর্ডের চেয়ারপার্সন- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
- দেশের প্রথম বেসরকারি **EPZ** - এর নাম- **KEPZ**; চট্টগ্রাম (১৯৯৯)
- বেসরকারি ইপিজেড আইন সংসদে পাস হয়- ২০০১ সালে
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড চালু হয়- ঢাকা
- বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক **EPZ** - উত্তরা **EPZ** (নীলফামারী)

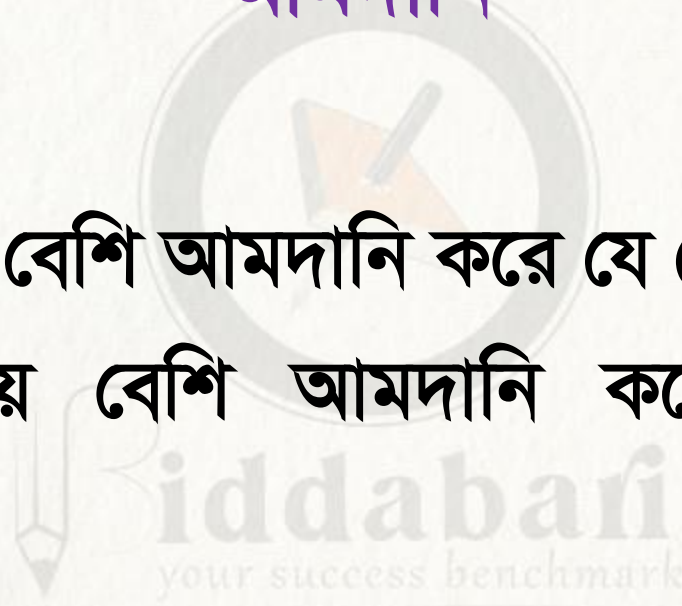
- আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম **EPZ - KEPZ**
- বাংলাদেশে সরকারি **EPZ** সংখ্যা- ৮টি
- বাংলাদেশে বেসরকারি **EPZ** সংখ্যা- ২টি
- বাংলাদেশের প্রথম **EPZ** স্থাপিত হয়- চট্টগ্রামে
- আদমজী পাটকল বন্ধ হয়- ২০০২ সালে
- বাংলাদেশে **Export Processing Zone (EPZ)** -এর কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৮৩ সালে

- ইপিজেড-এ চালু শিল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ যে শিল্পে- **তৈরি পোশাক শিল্পে**।
- দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক **EPZ** - **উত্তরা, নীলফামারী**
- বাংলাদেশের প্রথম **EPZ** - **চট্টগ্রাম EPZ**
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইপিজেড চালু হয়- **ঢাকা**
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যেখানে 'রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা' (EPZ) প্রতিষ্ঠিত হয়- **চট্টগ্রাম**
- বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি পণ্য- **তৈরি পোশাক**

পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ

আমদানি

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে যে দেশ থেকে- চীন।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে যে পণ্য- লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য।



রপ্তানি

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে- **যুক্তরাষ্ট্রে**
- একক দেশ হিসেবে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে- **যুক্তরাষ্ট্রে** ।
- সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে- **ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশসমূহে**
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে- **পোল্যান্ডে** ।

- বাংলাদেশ যে দেশে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে- **ব্রাজিল**
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- **যুক্তরাষ্ট্র থেকে।**
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- **দ্বিতীয়।**
- GSP-এর পূর্ণরূপ- **Generalised System of Preferences.**
- দেশে জনশক্তি রপ্তানী আইন প্রণীত হয়- **১৯৭৬ সালে।**
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে রপ্তানি আয়ে বাংলাদেশ- **৩য়**
- যে দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- **ইসরায়েল।**

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

- **RMG- এর পূর্ণরূপ- Ready Made Garments**
- **বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস কারখানা/পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান-
রিয়াজ গার্মেন্টস (প্রতিষ্ঠা-১৯৭৩)**
- **বাংলাদেশ থেকে প্রথম পোশাক রপ্তানি করা হয়- ফ্রান্সে**
- **বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে স্থাপিত প্রথম গার্মেন্টস- দেশ গার্মেন্টস (চট্টগ্রাম)**

- গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠিত হয়-
৩১ অক্টোবর, ২০১৩
- BGMEA- একটি অলাভজনক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান
- BGMEA-এর পূর্ণরূপ- **Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association.**
- BGMEA যাত্রা শুরু করে- ১৯৮৩ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর



1. Which of the following has the highest number of green apparel factories in the world? [Combined 9 Bank Senior Officer (General)-2023]

- a. China**
- b. India**
- c. Vietnam**
- ✓d. Bangladesh**

2. Who is the corrent Governor of Bangladesh Bank?[Uttara Bank Assistant Officer (Cash)-2022]

- ✓a) Mr. Abdur Rouf Talukder
- b) Mr. Fazle Kabir
- c) Dr. Atiur Rahman
- d) Dr. Salebuddin Ahmed

3. Who is the Chairman of the Executive Committee of the National Economic Council?

[Combined 5 Bank Officer Cash-2022]

- a) Planning Minister
- ✓b) Prime Minister
- c) Finance Minister
- d) President

4. From which country, does Bangladesh import the most?[Combined 8 Bank Officer General-2022]

- a) India
- ✓ b) China
- c) USA
- d) Britain



5. What is the size of the national budget of Bangladesh for the FY 2021-2022?

[Bangladesh Bank AD- 2021]

✓ a) Tk. 603,681 crore

b) Tk. 503,681 crore

c) Tk. 630,681 crore

d) Tk. 503,681 crore



বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন



www.biddabari.com

সকল আপডেট সবার আগে পেতে লাইক দিয়ে রাখুন



fb.com/biddabari

সকল আপডেট সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন



youtube.com/biddabari



ধন্যবাদ

your success benchmark